লোকসংস্কৃতিতে শেরে বাংলা গোল্ডেন পদক পেলেন ধীরু বাউল

গ্রামবাংলার প্রায় হারিয়ে যাওয়া লোকসংস্কৃতি ও লোকঐতিহ্য দেশ বিদেশে তুলে ধরা- শুদ্ধ ধারার সংস্কৃতির প্রচার প্রসার ও সংগীতের আলো ছড়ানোর অবদান হিসেবে এবার চুয়াডাঙ্গা জেলার কৃতি সন্তান মনিরুজ্জামান ধীরু বাউল শেরে বাংলা গোল্ডেন (অ্যাওয়ার্ড) পদক পেয়ে সংগীত যোদ্ধাদের মুখ উজ্জল করলেন।

গতকাল শুক্রবার বিকাল ৫ টায় ঢাকা সেগুন বাগিচা কচিকাঁচার মেলা মিলনায়তনে অবিভক্ত বাংলার জাতীয় নেতা শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক এর ১৫২ তম জন্মবার্ষিকীতে আলোচনা সভা ও গুনিজন সংবর্ধনা অনুস্ঠান সম্পন্ন হয়। পরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে স্ব স্ব কাজে কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রাখায় তাদেরকে শেরে বাংলা গোল্ডেন অ্যাওয়ার্ড পদক, সম্মান স্মারক, সার্টিফিকেট তুলে দেয়া হয়।

শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক স্মৃতি পরিষদের প্রধান উপদেষ্টা এবং তার দৌহিত্র সাবেক তথ্য সচিব, বিটিআরসির চেয়ারম্যান সৈয়দ মার্গুব মুর্শেদ এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা বিচারপতি মীর হাসমত আলী, প্রধান আলোচক অধ্যাপক মোহাম্মদ আহসান উল্লাহ ।

সংগঠনের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও মহাসচিব দেশের গুনিজনদের ধন্যবাদ, অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। পরে প্রধান ও বিশেষ অতিথি সারা দেশের ৬৪ জেলার ৬৭ জনকে শেরে বাংলা গোল্ডেন অ্যাওয়ার্ড পদক হাতে তুলে দেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন, এ টি এন বাংলার উপস্হাপিকা তানিয়া আফ্রিন।

দর্শনার ধীরু বাউল সহ ১০ জনকে

সম্মাননা

অপ সংস্কৃতি রুখতে ও গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী লোকজ অনুষ্ঠান বেশী বেশী প্রচার ও প্রসার করতে গত বুধ ও বৃহস্পতিবার দুদিন ব্যাপি ঢাকা জাতীয় প্রেসক্লাবে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

প্রয়াত সাংবাদিক জহুর হোসেন চৌধুরী অডিটোরিয়ামে দুই বাংলার (ভারত-বাংলাদেশ) কবি সাহিত্যিক ও শিল্পীদের নিয়ে মিলন মেলা ও সম্মেলন অনুষ্টিত হয়।

বাংলাদেশ টেলিভিশনের লোকসংগীত শিল্পী ও চুয়াডাঙ্গার কৃতি সন্তান ধীরু বাউল ও কলকাতার শিল্পী ড.শিবানি দাসের কন্ঠে লালন সাঁইজির বিখ্যাত বাণী”” মিলন হবে কতদিনে” গানের মধ্যে দিয়ে শুভ সুচনা করা হয়।

কলকাতা বিশ্ববংগ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সংগঠনের সভাপতি ড. রাধাকান্ত সরকারের সভাপতিত্বে দুদিন ব্যাপি এ বর্ণাঢ্য সম্মেলনের উদ্বোধন করেন ঢাকা জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি ও দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার বিশেষ প্রতিনিধি ফরিদা ইয়াসমিন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ফরিদা ইয়াসমিন বলেন দেশে বা বিদেশে মাটিরগান লোকগান বাউল জারিগান, বিচ্ছেদি, যাত্রা নাটক হারাতে বসেছে।এক সময় গ্রামের বাঁশতলা বটতলা, হাটেরমোড়ে, বড় উঠানে এ সব লোকজ অনুষ্টান হইতো, তখন গ্রামের সব বয়সি মানুষ রাত জেগে বসে বসে শুনতো। কত ভালো না লাগতো। বর্তমানে সেই সব মাটিরগান সহ অন্যান্য অনুস্ঠান না থাকায় আমরা যেন রুক্ষ মেজাজি বদ মেজাজি হয়ে বড়দের সম্মান না দিয়ে ইচ্ছেমত চলছি।তবে দেরীতে হলেও কলকাতা বিশ্ববংগ সাংস্কৃতিক সংগঠন যে এতো বড় একটি দায়িত্ব নিয়ে দুই বাংলার কবি শিল্পীদের মিলনমেলা ঘটাতে পেরেছে তার জন্য সংগঠনটিকে ধন্যবাদ। তিনি বললেন প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা মহদ্বয়ের সাথে গত সপ্তাহে বেশ কয়েকটি দেশে গিয়েছিলাম, সেখানে কিছু কিছু সাংস্কৃতিক অনুস্ঠান দেখলাম,তবে আমার দেশের মাটিরগান বাউলগান বিচ্ছেদগানের যে সুর টান তা পেলামনা।তবে আমি কথা দিচ্ছি বাংলার চিরায়ত রুপ মাটিরগান ও লোকসংস্কৃতি উজ্জিবিত করতে আমার দেশে যত সহযোগিতা দরকার তা করবো,প্রয়োজনে সরকার বাহাদুরের সহযোগিতা প্রার্থনা করবো। বৃহস্পতিবার সন্ধায় দুদেশের শ্যামলি ও সৌহার্দ যাত্রী পরিবহনের পরিচালক শ্রী অবনি কুমার এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি